# মায়ের ডাক

প্রথম দৃশ্য ( কলেজের অফিস ঘর )

ডাকহরকরা – চিঠি, চিঠি, চিঠি। বাবু চিঠি। এই তো এসে গেছি। বড় কলেজ। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে চিঠি দিতে হবে। তার মা জননী চিঠি দিয়েছেন।

বিধানবাবু - কি ভাই? কার চিঠি?

ডাকহরকরা - বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি। খুউব জরুরী চিঠি।

বিধানবাবু - ও তাই? যাও, যাও, দিয়ে দাও।

ডাকহরকরা - হ্যাঁ যাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি।

ঈশ্বরচন্দ্র - এই যে হরি, আমি এখানে। বল কি হয়েছে? কি খবর? কার চিঠি?

ডাকহরকরা - আজ্ঞে, আপনার চিঠি। আপনার গ্রাম থেকে এসেছে। আপনার মায়ের চিঠি।

ঈশ্বরচন্দ্র - মা কি পাঠিয়েছেন? কি লিখেছেন মা?

ডাকহরকরা - শুনেছি আপনার মায়ের শরীর খুব খারাপ।
আমি চলি। আমি চলি বাবু।

ঈশ্বরচন্দ্র - মি যেতে বলেছেন? আমি জাব। আমি জাব।
আমি জাব। আজই আমি জাব।

বিধানবাবু - কি মহাশয়? কোথায় জাবেন?

ঈশ্বরচন্দ্র - আমার মায় কাছে যাব। তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

বিধানবাবু - কাল থেকে কলেজের পরীক্ষা শুরু। আপনার উপর এত দায়িত্ব। বিদ্যালয় তৈরির কাজে আপনাকে জেলায় জেলায় যেতে হচ্ছে। জানিনা বড় সাহেব আপনাকে ছুটি দেবেন কিনা।

ঈশ্বরচন্দ্র - কিন্তু সবার উপরে যে আমার মায়ের ডাক।

বিধানবাবু - না, না, আপনার যাওয়া হইবে না। It’s too much.

ঈশ্বরচন্দ্র - এই নিন আমার চিঠি। এই আমার ইস্তফা পত্র।
আজ থেকে আমি কলেজের চাকরী ছেড়ে দিলাম।

বড়সাহেব - No, never. আপনি এই সময়ে এই কাজ করিয়া বসিবেন না।

(ক্রমশ).........................